যুগান্তর

তারিখ ... 21 DEC 2016 ...
পৃঃ ... ৬ ... কলাম ... ৬ ...

মো. সিদ্দিকুর রহমান

শিক্ষার মূল লক্ষ্য হোক জ্ঞানার্জন

স্কুল ভালো। শিশুদের ছড়া, কবিতা, গল্পের বই, দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, গান, খেলাধুলা এবং জাতীয় দিবসগুলোতে কী ঘটেছে, কেন ঘটেছে সে সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা ক্রমান্বয়ে দিতে হবে। শিশু তার দেশকে জানবে, ভালোবাসতে শিখবে। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সমআচরণ গড়ে তুলতে হবে। ইসলামসহ সব ধর্ম শান্তির ধর্ম। কোনো ধর্মই উগ্রবাদ, জঙ্গিবাদ সমর্থন করে না। শিক্ষার্থীদের এ বিষয়ে জানাতে হবে। সরকারি শিক্ষকরা শিশু শিক্ষায় ট্রেনিংপ্রাপ্ত হলেও শিক্ষকস্বল্পতা, সরকারি নানা কাজে ব্যস্ততা এবং কারও কারও আন্তরিকতার অভাবে শিক্ষার্থীরা যথাযথ জ্ঞান অর্জন থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ঢাকা নগরীর সরকারি ও কিন্ডারগার্টেনের অনেক শিক্ষক তাদের সন্তানদের নিজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়ান না। প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তাদের মাঝেও এ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। তাদের মনমানসিকতা এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, সাধারণ মানুষের সন্তানদের সঙ্গে পড়া মর্যাদাহানিকর বলে তারা মনে করে। এ ভাবনার কারণে শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈষম্য সৃষ্টি করে তারা সমাজে ভেদাভেদ তৈরি করে। ভুলে যায় হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, ধনী, দরিদ্র, কৃষক, শ্রমিকসহ বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত সবাই বাঙালি। আমি অনেক কিন্ডারগার্টেন ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষককে নিজ সন্তানদের পড়াশোনার জন্য বিদ্যালয়ের কাজে ফাঁকি দিতে দেখেছি।

শিক্ষা আমাদের নৈতিক অবক্ষয় দূর করবে, সমাজে বৈষম্য কমাবে, এ ভাবনা আমাদের মাঝে থাকতে হবে। শিক্ষক, শিক্ষার সঙ্গে জড়িত কর্মকর্তা ও ম্যানেজিং কমিটির সদস্যরা পারে নিজেরা বৈষম্য সৃষ্টি না করে দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করতে। কিন্ডারগার্টেন শিক্ষকদের অভিভাবকদের কাছে জবাবদিহিতা করতে হয় বলে তারা শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত তদারকি বা যত্ন নিয়ে থাকেন। সরকারি শিক্ষকদের জবাবদিহিতা নেই বললেই চলে। তাদের জবাবদিহিতা অনেকটা কর্মকর্তাদের কাছে। ক্লাস না নিয়ে সমাপনীসহ অফিসের নানা কাজ করলে শিক্ষকতার সুনাম অর্জন হয়ে থাকে। একইভাবে ম্যানেজিং কমিটিকে ম্যানেজ করলে ভালো শিক্ষকের খেতাব পাওয়া যায়। কোনো অভিভাবক যদি কখনও ক্লাস না হওয়ার কারণ জানতে চান, তাহলে অফিসিয়াল কাজকর্মের দোহাই দিয়ে

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১৬-এর আলোকে সারা দেশে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বিগত চার বছরে কিছু প্রাথমিক বিদ্যালয় চালু হলেও শিক্ষকদের সৃজনশীল পদ্ধতির প্রশিক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে নোট-গাইড। সমাপনী পাসের পর ষষ্ঠ শ্রেণীতে শিক্ষার্থীর ওপর নেমে আসে চরম বইয়ের বোঝা। ৫ম শ্রেণীতে পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের নির্ধারিত বই ছয়টি। অপরদিকে সমাপনীর ক্লান্তিহীন ধকল পার হতে না হতে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে ১৪টি বোর্ড বই, তারপর নোট-গাইডের মতো সংক্রামক ব্যাধি তো আছে। পরীক্ষায় ১০০ শতাংশ সৃজনশীল। অষ্টম শ্রেণীর জেএসসি পরীক্ষার কারণে জুলাইয়ের মধ্যে শিক্ষার্থীদের বই পাঠ শেষ করতে হয়। এরপর বিদ্যালয়গুলোতে শুধু মডেল টেস্টকে গুরুত্ব দেয়া হয়। স্বল্পসময়ে যথাযথভাবে পড়িয়ে শেষ করতে না পারায় শিক্ষার্থীকে কোচিং সেন্টার, গৃহশিক্ষক বা নোট-গাইডের প্রতি ব্যাপকভাবে নির্ভর করতে হয়। কিন্ডারগার্টেন বিদ্যালয়গুলো সরকারের শিশু শিক্ষার ঘাটতি ব্যাপকভাবে পূরণ করে আসছে। বিদ্যালয়গুলো শিশু শিক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও সরকার তথা সংশ্লিষ্টদের কাছে তারা অনেকটা গুরুত্বহীন। প্রশিক্ষণবিহীন অবস্থায় কিন্ডারগার্টেন বিদ্যালয়গুলো অনেকটা প্রধান শিক্ষকের বা পরিচালকের নির্দেশনা মোতাবেক পাঠদান করে আসছে। যেহেতু শিশু শিক্ষায় তারা সরকারের বিরাট দায়িত্ব পালন করে দেশ ও জাতির বিশাল জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করার দায়িত্ব পালন করছেন, সেহেতু শিশু শিক্ষার স্বার্থে স্বল্পমেয়াদি হলেও তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া জরুরি। কিন্ডারগার্টেন বিদ্যালয়গুলোকে সহজ প্রক্রিয়ায় রেজিস্ট্রেশনের আওতায় এনে সরকারি নিয়ন্ত্রণে নিলে দেশ ও জাতি জ্ঞাননির্ভর শিক্ষার আলোয় প্রজ্বলিত হবে।

সবশেষে একটা কথা না বলে পারছি না। সব পেশায় নিজস্ব ক্যাডার আছে, নেই কেবল প্রাথমিক শিক্ষায়। আমাদের ছোটখাটো অনেক সমস্যা আছে। ধীরে ধীরে হলেও সেগুলো আলোচনায় আসছে। আমরা আশাবাদী, অচিরেই হয়তো এর সমাধান হবে।

মো. সিদ্দিকুর রহমান : *আহ্বায়ক, প্রাথমিক শিক্ষক অধিকার সুরক্ষা ফোরাম*
siddiqsir54@gmail.com